**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**

শ্রম অধিদপ্তর

১৯৬ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি

বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।

[www.dol.gov.bd](http://www.dol.gov.bd)

বিষয়ঃ শ্রম অধিদপ্তরের বিষয়াদি বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে গত ১৭/১২/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর আলোকে শ্রম অধিদপ্তরের বিষয়াদির বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন নিন্মোক্ত ছক মোতাবেক সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **মন্ত্রণালয় ও সকল দপ্তর/ সংস্থার জন্য প্রযোজ্য বিষয়াবলি** | | |  |  |
| ক্রম/নং | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
| ২.২ | শূন্যপদে জনবল নিয়োগ  যুগ্মসচিব (প্রশাসন) সভায় জানান, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের গ্রেড ১৩-গ্রেড ২০ (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি) ১১টি শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। সচিব বলেন দ্রুততম সময়ে শূন্যপদ পূরণের জন্য নতুন করে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে।  উপসচিব (সংস্থাপন) সভায় অবহিত করেন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংরক্ষিত ১০% কোটায় শূন্যপদ পূরণের প্রস্তাব ০৬/১০/২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ১৩/১১/২০১৯ তারিখের পত্রের মাধ্যমে কতিপয় তথ্যাদি চেয়ে পত্র প্রেরণ করে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী তথ্যাদি প্রেরণের জন্য ২৮/১১/২০১৯ তারিখে DIFE-এ পত্র দেয়া হয়। DIFE কর্তৃক ০২/১২/২০১৯ তারিখ জবাব দাখিলপূর্বক প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। প্রস্তাবটি যথাযথ না হওয়ায় ১০/১২/১৯ তারিখে যথাযথভাবে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য পুন:অনুরোধ করা হয়েছে।  সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন) জানান, ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ২টি শূন্যপদ সরাসরি কোটায় পূরণের জন্য পিএসসিতে ০৮-০৯-২০১৯ তারিখে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং পদোন্নতির কোটায় ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ১টি পদ পূরণের জন্য গত ০৯/১২/১৯ তারিখে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অফিস সহায়ক হতে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে পদোন্নতির জন্য ১২/১২/১৯ তারিখে বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া ১ম ও ২য় শ্রেণির অন্যান্য শূন্যপদ পূরণের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম-কমিশন সচিবালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।  শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার সভায় অবহিত করেন ৩য় ৪র্থ শ্রেণীর ০৩টি শূন্যপদ পূরণের প্রক্রিয়া আপাতত: স্থগিত আছে।  নিম্নতম মজুরী বোর্ডের প্রতিনিধি সভায় জানান, নতুন সৃজিত ২টি শূন্যপদ রয়েছে। নিম্নতম মজুরী বোর্ডের নিয়োগবিধি সংশোধনের পর কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। | (ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১১টি শূন্যপদ পূরণের জন্য ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ মাসের মধ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।  খ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংরক্ষিত ১০% কোটায় শূন্যপদ পূরণের নিমিত্ত DIFE কর্তৃক ৭ দিনের মধ্যে যথাযথ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। সংস্থাপন শাখা কর্তৃক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  (গ) ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ০২টি শূন্যপদ পুরণসহ ১ম ও ২য় শ্রেণির অন্যান্য শূন্যপদ পূরণের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।  (ঘ) শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।  (ঙ) নিম্নতম মজুরী বোর্ডের সংশোধিত নিয়োগবিধি অনুমোদনের পর শূন্যপদ পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/  মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর/ যুগ্মসচিব (সংস্থাপন)/  যুগ্মসচিব (প্রশাসন) | প্রযোজ্য নয়। |
| ২.৩ | নিয়োগবিধি চূড়ান্তকরণ  উপসচিব (সংস্থাপন) সভায় জানান, শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, শ্রম আদালত ও শ্রম আপীল আদালত (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ২০১৯ চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির বিবেচনার জন্য ১৪/১১/২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সারসংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে। এখনও সভার তারিখ জানা যায়নি। সচিব বলেন যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।  উপসচিব (সংস্থাপন) সভায় আরও জানান, অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের লক্ষ্যে গত ২৫/১১/২০১৯ তারিখে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট সার্চ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির আহবায়ক (উপসচিব) জনাব মো: হানিফ সিকদার আরও ০৮ কর্মদিবস বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করেছেন। তার অনুরোধের প্রেক্ষিতে সময় বৃদ্ধি করে ১১/১২/১০ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। | (ক) ‘শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরি বোর্ড, শ্রম আদালত ও শ্রম আপীল আদালত (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯’ চূড়ান্তকরণের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।  (খ) শ্রম অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের লক্ষ্যে গঠিত সার্চ কমিটিকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে এবং প্রতিবেদন অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/  মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর/  চেয়ারম্যান নিম্নতম মজুরী বোর্ড  /যুগ্মসচিব (সংস্থাপন)/  উপসচিব (মজুরী)  রেজিস্ট্রার, শ্রম আপীল আদালত | (ক) ‘শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরি বোর্ড, শ্রম আদালত ও শ্রম আপীল আদালত (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯’ চূড়ান্তকরণের বিষয়ে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতেউপস্তাপনের লক্ষ্যে তা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত হয়েছে।  (খ) শ্রম অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম যুগোপযোগী ও হালনাগাদ করে অনুমোদনের লক্ষ্যে যে সকল পদের জিও পাওয়া যায়নি সেগেুলো খুঁজে বের করার জন্য মন্ত্রণালয়ের উপ সচিব (মজুরী)-কে আহ্বায়ক করে একটি ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট সার্চ কমিটি গঠন করা হয়েছে। সার্চ কমিটির রিপোর্ট প্রাপ্তির পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। |
| ২.৪ | APA ২০১৯-২০২০ বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা  উপসচিব (কর্মসংস্থান)) সভায় জানান, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করার জন্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সকল শাখা/অধিশাখায় এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থায় গত ১৪-১০-২০১৯ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান ডিসেম্বর ২০১৯-এর শেষের দিকে ষান্মসিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন নির্ধারণ করা হবে।  ১ম কোয়ার্টারে যে সমস্ত কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জিত হয়নি তা ২য় কোয়ার্টারে অর্জনের কার্যক্রম চলমান আছে।  মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) টিম প্রধানের সভাপতিত্বে APA ফোকাল পয়েন্টসহ কমিটির সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে নিয়মিত পর্যালোচনা সভা করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ করার জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।  দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ কর্তৃক জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর সভা আয়োজন করা হয়ে থাকে এবং APA অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে। অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ জানান ১ম কোয়ার্টারে দু-একটি ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি সে সমস্ত লক্ষ্যমাত্রা তা ২য় কোয়ার্টারে অর্জন করা হবে। | (ক) APA ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।  (খ) ১ম কোয়ার্টারে যে সমস্ত কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জিত হয়নি তা ২য় কোয়ার্টারে আবশ্যিকভাবে অর্জন করতে হবে।  (গ) মন্ত্রণালয়ের APA ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রতিমাসে সভা করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।  (ঘ) অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নিয়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর সভা আয়োজন করতে হবে। ১ম কোয়ার্টারের যে সব লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি তা ২য় কোয়ার্টারে অবশ্যই অর্জনের ব্যবস্থা নিতে হবে। | অনুবিভাগ প্রধানগণ/  অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার-প্রধানগণ/ APA টীম প্রধান/  APA ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা | (ক) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে APA ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে।  (খ) ইতোমধ্যে ২০১৯-২০ অর্হত বছরের APA সংক্রান্ত ১ম ত্রৈমাসিক সভায় (২৪/১০/২০১৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত) মাঠপর্যায়ের সকল দপ্তর প্রধানকে ১ম কোয়ার্টারে যে সমস্ত কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জিত হয়নি তা ২য় কোয়ার্টারে আবশ্যিকভাবে অর্জনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।  (গ) শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে প্রতি ০৩ মাস অন্তর সভা আয়োজন করে APA লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। শ্রম অধিদপ্তরাধীন সকল দপ্তরের দপ্তর প্রধান / ডিডিওগণকে নিয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম ত্রৈমাসিক সভা গত ২৪/১০/২০১৯ ইংতারিখ অনুষ্ঠিত হয়। ২য় ত্রৈমাসিক সভা আগামী ২৩/০১/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। |
| ২.৫ | **ই-ফাইলিং-এ নথি নিষ্পত্তির হার বাড়ানো**  প্রোগ্রামার সভায় জানান, প্রাপ্ত অধিকাংশ পত্র ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। নভেম্বর’ ২০১৯ মাসে হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক কর্তৃক ৯৯% আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। সচিব বলেন সকল ডাক থেকে সৃজিত নোটের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করতে হবে। নোট সৃজনে কোনো কারিগরি সহায়তা প্রয়োজন হলে আইসিটি সেলের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে।  প্রোগ্রামার সভায় নিম্নতম মজুরী বোর্ড, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, কেন্দ্রীয় তহবিল ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে ই-ফাইলিং কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। সচিব উক্ত সংস্থাগুলোকে কার্যক্রম বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন ও দিক-নির্দেশনা দেন।  শ্রম অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (প্রশাসন) জানান, শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন ৩২টি শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রকে ইতোমধ্যে ই-ফাইলিং সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।  সচিব বলেন, ই-ফাইলিং কার্যক্রমে কোন সমস্যা দেখা দিলে আইসিটি শাখা হতে তাৎক্ষনিক সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। | (ক) হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক হতে কমপক্ষে ৯৫% আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।  (খ) অধিশাখা/শাখায় সকল ডাক আবশ্যিকভাবে সৃজিত নোটের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করতে হবে। প্রয়োজনে আইসিটি সেলের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে।  (গ) নিম্নতম মজুরী বোর্ড, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, কেন্দ্রীয় তহবিল ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে ই-ফাইলিং কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে।  (ঘ) শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন ৩২টি শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রের ই-ফাইলিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।  (ঙ) ই-ফাইলিং কার্যক্রমে কোন সমস্যা দেখা দিলে আইসিটি শাখা কর্তৃক তাৎক্ষণিক সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে।  (চ) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা তাদের ক্যাটাগরিতে ১ম স্থান অধিকার করলে পুরস্কার প্রদান করা হবে। | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/  অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-প্রধান/সকল কর্মকর্তা/সিস্টেম এনালিস্ট | (ক) হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক হতে ৯৫% এর অধিক আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়।  (খ) প্রযোজ্য নয়।  (গ) প্রযোজ্য নয়।  (ঘ) শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রকে ইতোমধ্যে ই-ফাইলিং সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের এটুআই এর প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।  (ঙ) ই-ফাইলিং কার্যক্রমে কোন সমস্যা দেখা দিলে মন্ত্রণালয়ের আইসিটিসহ এটুআই এর সাথে যোগাযোগ করে সমাধান করা হয়। |
| ২.৬ | **অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ**  সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশিক্ষণ) সভায় জানান, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩০ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়; শ্রম/অধিদপ্তর কর্তৃক ৪৪ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়; কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর কর্তৃক ১৭৪ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।  মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ শাখা হতে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে ‘সরকারি কর্মচারী আইন ২০১৮’ অবহিত করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তর ‘সরকারি কর্মচারী আইন ২০১৮’ অবহিত করণের লক্ষ্যে দ্রুত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।  মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ ক্যালেণ্ডারে কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ শাখা কর্তৃক মনিটরিং করা হচ্ছে।  মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ শাখা হতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। | (ক) প্রশিক্ষণ কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী আবশ্যিকভাবে ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।  (খ) মন্ত্রণালয়সহ আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মচারীকে স্বল্পসময়ের মধ্যে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে ‘সরকারি কর্মচারী আইন ২০১৮’ অবহিত করতে হবে।  (গ) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ শাখা মনিটরিং করবে।  (ঘ) প্রশিক্ষণ শাখা হতে প্রয়োজনীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। | সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/  সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশিক্ষণ) | (ক) শ্রম অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। গত জুলাই,২০১৯ থেকে ডিসেম্বর,২০১৯ খ্রি: পর্যন্ত ২৮৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী-কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হবে।  (খ)‘সরকারি কর্মচারী আইন ২০১৮’ডিসেম্বর মাসের ২৯/১২/২০১৯ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিতব্য চাকুরী বিধিমালা সম্পর্কিত আইন ও বিধিবিধান বিষয়ক প্রশিক্ষণের কোর্স সিডিউলে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, এছাড়া শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল দপ্তরকে ‘সরকারি কর্মচারী আইন ২০১৮’ বিষয়টি প্রশিক্ষণ মডিউলে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য শ্রম অধিদপ্তরের স্মারক নং ৪০.০২.০০০০.০৩৬.২৫.০২৩.১৫.৪৩১, তারিখ ০২/০১/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে শ্রম অধিদপ্তরাধীন, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র সমূহকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।  (গ) প্রযোজ্য নয়।  (ঘ) নির্দেশনা যথাযথ প্রতিপালন করা হচ্ছে। |
| ২.৭ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ  প্রোগ্রামার সভায় জানান, সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/শাখা হতে তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে মন্ত্রণালয়ের তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। সচিব বলেন মন্ত্রণালয় ও আতওাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কোনো টিম দেশে/বিদেশে কোন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলে সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা তাদের সচিত্র তথ্যাদি আইসিটি সেলে প্রেরণ করবে, আইসিটি সেল তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে। | প্রত্যেক শাখা/অধিশাখা কর্তৃক প্রতিমন্ত্রী মহোদয়/সচিব-এর বিদেশ থাকার বা গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের ছবি ও তথ্যাদিসহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে আইসিটি সেলে প্রেরণ করতে হবে। আইসিটি সেল প্রাপ্ত তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে নিয়মিত হালনাগাদ করবে। আইসিটি সেল কর্তৃক প্রত্যেক শাখায় এ বিষয়ে ইউও নোট দিতে হবে। | সকল কর্মকর্তা/সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-প্রধান/সিস্টেম এনালিস্ট | মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেল কর্তৃক প্রণীত চেকলিস্ট অনুযায়ী হালনাগাদ করণের কাজ চলমান। |
| ২.৮ | অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি  সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট) সভায় জানান, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা সংগ্রহের জন্য গত ১১/১১/২০১৯ তারিখে সিভিল অডিট অধিদপ্তর সাথে যোগাযোগ করেন। সিভিল অডিট অধিদপ্তর থেকে জানানো হয় অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শীঘ্রই সঠিক সংখ্যা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।  DIFE-এর ২৪টি অডিট আপত্তির মধ্যে ১৯টির ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তরের ০৮টি অডিট আপত্তির মধ্যে ০৮টির ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের ১৪টি অডিট আপত্তির মধ্যে ০৯টির ব্রডশিট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সচিব বলেন, নিয়মিত ব্যক্তিগত যোগাযোগ দ্রুত সময়ের মধ্যে অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  শ্রম অধিদপ্তরের ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছর থেকে ২০১১-১২ অর্থ বছর পর্যন্ত সিভিল অডিট অধিদপ্তরের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ০৮টি। সিভিল অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে নিরীক্ষিত বিগত ১৩/০৬/২০১৯ তারিখের নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন (AIR)-এ উল্লেখিত শ্রম অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ০৪টি অনুচ্ছেদসহ (যা এখনো চূড়ান্ত আপত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়নি) মোট (৮+৪)=১২টি আপত্তি উল্লেখ হয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রম অধিদপ্তরের অডিট আপত্তির সংখ্যা ০৮টি। | (ক) অডিট টিম কর্তৃক সিভিল অডিট অধিদপ্তর সাথে যোগাযোগ করে স্বল্প সময়ের মধ্যে এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।  (খ) যে সমস্ত অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব প্রস্তুত করা হয়নি মন্ত্রণালয়ের অডিট টিম কর্তৃক দ্রুত সময়ের মধ্যে ব্রডশিট জবাব প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।  (গ) যে সমস্ত অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে তা ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।  (ঘ) মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রত্যেক অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা সিভিল অডিট অধিদপ্তর ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে।  (ঙ) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত অডিট আপত্তির সংখ্যায় গরমিলের বিষয়ে ব্যাখাসহ সংশোধনী প্রেরণ করতে হবে। | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-প্রধান/ যুগ্মসচিব (বাজেট)/প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/হিসাব  রক্ষণ কর্মকর্তা। | (ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট।  (খ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট।  (গ) শ্রম অধিদপ্তরের ১৯৯৩-৯৪ হতে ২০১১-১২ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ০৮টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। মোট জড়িত টাকার পরিমাণ ৬,৫৫,৯২৬/৬১ (ছয় লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার নয়শত ছাব্বিশ টাকা একষট্টি পয়সা)। অত্র অধিদপ্তরের হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (চ:দা:) জনাব মো: শরিফুল ইসলাম সিভিল অডিট অধিদপ্তরে সঙ্গে যোগাযোগ করে জানান যে, উক্ত অধিদপ্তরের সেক্টর ৪ এ ২০১১-১২ সনের ২টি আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রম চলমান। অবশিষ্ট ৬টি আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নথি অনুসন্ধান করে এখনো পাওয়া যায়নি। নথি অনুসন্ধানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।  (ঘ) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (চ:দা:), জনাব মো: শরিফুল ইসলামকে সিভিল অডিট অধিদপ্তরে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে শ্রম অধিদপ্তরের অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।  (ঙ) শ্রম অধিদপ্তরের ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছর থেকে ২০১১-১২ অর্থ বছর পর্যন্ত সিভিল অডিট অধিদপ্তরের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ০৮টি। সিভিল অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে নিরীক্ষিত বিগত ১৩/০৬/২০১৯ তারিখের নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন (AIR)-এ উল্লেখিত শ্রম অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ০৪টি অনুচ্ছেদসহ (যা এখনো চূড়ান্ত আপত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়নি) মোট (৮+৪)=১২টি আপত্তি উল্লেখ পূর্বক মন্ত্রণালয়ে তথ্য প্রেরণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রম অধিদপ্তরের অডিট আপত্তির সংখ্যা ০৮টি। |
| ২.৯ | বাজেট  যুগ্মসচিব (প্রশাসন) বলেন, প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান, ই টেন্ডারিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ের সেবা শাখা হতে ০৩টি ই টেন্ডারিং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে এবং দরপত্র পাওয়া গিয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। যুগ্মসচিব (বাজেট) সভায় জানান, প্রতি তিন মাস অন্তর নিয়মিতভাবে Budget Management Committee (BMC) সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সচিব বলেন, মন্ত্রণালয়সহ আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ক্রয় ই-জিপি/ই-টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করে ক্রয় সম্পন্ন করতে হবে। | (ক) প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করতে হবে।  (খ) তিন মাস অন্তর নিয়মিত Budget Management Committee (BMC) সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে।  (গ) APA/শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কেনাকাটায় ই-জিপি/ই-টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/  যুগ্মসচিব (বাজেট)/  (প্রশাসন)  অধিদপ্তর/দপ্তর /সংস্থা-প্রধান | (ক) শ্রম অধিদপ্তরের প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে।  (খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক সভা আহবান করা হয়ে থাকে।  গ) ইতিমধ্যে সরকারি অফিসিয়াল ই-মেইল আই.ডি খোলা হয়েছে এবং স্মারক নং- ৪০.০২.০০০০. ০৩৩.০৭. ০০১.১৬.৩৫৫; তারিখ: ০১/১২/২০১৯খ্রি. এর মাধ্যমে মহাপরিচালক,সিপিটিইউ বরাবর শ্রম অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নামের তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে। |
| ২.১০ | স্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুতকরণ।  শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানান, (ক) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক অধীনস্থ অফিসসমূহকে তাগিদ প্রদান করা হয়ছে। শ্রম অধিদপ্তরাধীন ৫২টি দপ্তরের মধ্যে ৪৩টি দপ্তরের নিজস্ব সম্পত্তি রয়েছে। ইতিমধ্যে ২৪টি দপ্তরের স্থাবর সম্পত্তি মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর এর নামে নামজারী করা হয়েছে বাকী ১৯টি দপ্তরের স্থাবর সম্পত্তির নামজারীর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।  শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জে ০৪ (চার)টি সিভিল, সিরাজগঞ্জে ০১ (এক)টি, ষোলশহর, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম এর ০৩ (তিন)টি ভূমি সংক্রান্ত দেওয়ানী মামলা চলমান রয়েছে।  স্থাবর সম্পত্তি শ্রম অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রনে রাখার জন্য প্রাচীর নির্মাণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। | (ক) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/  সংস্থার স্থাবর সম্পত্তির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গণপূর্ত অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/ভূমি অফিসের সাথে যোগাযোগ করে সংগ্রহপূর্বক নিজস্ব নামে নামজারি/রেকর্ড সংশোধনীসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  (খ) এ বিষয়ে প্রয়োজনে বিধি মোতাবেক সিভিল মামলা করতে হবে।  (গ) প্রয়োজনে স্থাবর সম্পত্তি দখলের জন্য প্রাচীর নির্মাণ করতে হবে। | সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-প্রধান/  যুগ্মসচিব (প্রশাসন)/  উপসচিব (সংস্থাপন) | (ক) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার স্থাবর সম্পত্তির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গণপূর্ত অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/ভূমি অফিসের সাথে যোগাযোগ করে সংগ্রহপূর্বক নিজস্ব নামে নামজারি/ রেকর্ড সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১১/০৯/২০১৯খ্রি. তারিখের ৪০.০২.০০০০.০৩৩.৪৯. ০০০.১৭.২১৮ নং স্মারকের মাধ্যমে শ্রম অধিদপ্তরের অধীনস্থ যে সকল অফিস সমূহের স্থাবর সম্পত্তির নামজারী করণ অদ্যাবধি হয়নি তাদের উক্ত পত্রের মাধ্যমে তাগিদ প্রদান করা হয়ছে। উল্লেখ্য যে, শ্রম অধিদপ্তরাধীন ৫২টি দপ্তরের মধ্যে ৪৩টি দপ্তরের নিজস্ব সম্পত্তি রয়েছে। ইতিমধ্যে ২৪টি দপ্তরের স্থাবর সম্পত্তি মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর এর নামে নামজারী করা হয়েছে বাকী ১৯টি দপ্তরের স্থাবর সম্পত্তির নামজারী প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।  (খ) (১) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ এ ০৪(চার)টি সিভিল মামলা চলমান রয়েছে।  (২) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সিরাজগঞ্জে ০১(এক)টি সিভিল মামলা চলমান রয়েছে।  (৩) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ষোলশহর, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম এর ০৩(তিন)টি ভূমি সংক্রান্ত দেওয়ানী মামলা চলমান রয়েছে।  (গ) গত ১৪/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং ৪০.০২. ০০০০.০৩৩.৪৯. ০০০.১৭.২৬৬ মোতাবেক শ্রম অধিদপ্তরাধীন যে সকল দপ্তর সমূহের স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা নিশ্চিত করণের নিমিত্ত দপ্তর প্রধানদের প্রাচীর নির্মাণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। অদ্যাবধি ০২টি দপ্তরে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের প্রাক্কলিত মূল্য প্রধান কার্যালয়ে পাওয়া গিয়েছে। |
| ২.১১ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় অভিযোগ নিষ্পত্তি  কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-কর্তৃক নভেম্বর, ২০১৯ মাসে অভিযোগ (পুঞ্জিভুতসহ প্রাপ্তি-৪৫১, নিষ্পত্তি-৩৪৫) নিষ্পত্তির হার ৭৬%। শ্রম অধিদপ্তরে ০৩টি অভিযোগের মধ্যে ২টি অভিযোগ নিষ্পন্ন করা হয়েছে। সচিব বলেন, অভিযোগ দ্রুত সময়ের নিষ্পত্তি করতে হবে। | (ক) প্রতি মাসের প্রাপ্ত অভিযোগ এবং পুঞ্জিভূত অভিযোগ সমূহ যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে।  (খ) দ্রুততম সময়ের মধ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পুঞ্জিভূত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  (গ) নির্দিষ্ট সময়ে অভিযোগকারীকে অবহিত করতে হবে। | অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা (অনিক)/সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-প্রধান | ডিসেম্বর মাসে রাজশাহী বিভাগীয় দপ্তরে একটি অভিযোগ নিষ্পত্তির আবেদন পড়েছে। মাস শেষে সেটি অনিষ্পন্ন রয়েছে তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিষ্পন্ন করা হবে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। |
| ২.১২ | ইনোভেশন আইডিয়া  প্রোগ্রামার সভায় জানান, প্রাপ্ত আইডিয়া সমূহ গত ০৩-১২-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ইনোভেশন টিমের সভায় দ্রুত বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত হয়েছে। | (ক) গ্রহণযোগ্য ইনোভেশন আইডিয়াসমূহের কার্যকারিতা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যাগ গ্রহণ করতে হবে।  (খ) মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম কর্তৃক বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। আইডিয়ার ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করতে হবে।  (গ) এটুআই প্রতিনিধিসহ সভা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।  (ঘ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। | সকল কর্মকর্তা/  অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/  অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/  ইনোভেশন টিম প্রধান/সিস্টেম এনালিস্ট | (ক) শ্রম অধিদপ্তরের অধিদপ্তর থেকে ইতোপূর্বে প্রেরীত আইডিয়াসমূহ হতে মন্ত্রনালয় কর্তৃক বাছাইকৃত ০৩ টি আইডিয়া উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হবে। |
| ২.১৩ | মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের ডকুমেন্টরি তৈরি ও প্রচার  যুগ্মসচিব (প্রশাসন) সভায় জানান, নতুন করে টিভিসি তৈরির জন্য মন্ত্রণালয়ের নারী ও শিশুশ্রম শাখা হতে প্রশাসন অধিশাখায় ধারণা পাওয়া গেছে। যথাশীঘ্রই প্রশাসন অধিশাখা কর্তৃক টিভিসি তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনের জন্য গত ২১-০৮-২০১৯ তারিখে সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয় । উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে বিটিভি ব্যতীত ৩০টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে ডকুমেন্টারির সিডি প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয় সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ডকুমেন্টারি বিনা খরচে সম্প্রচার/প্রদর্শন ও টেলিভিশন স্ক্রলবারে প্রদর্শনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছে। সে প্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয় হতে ৩০টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে ডকুমেন্টারির সিডি প্রেরণ করা হয়েছে। বিটিভি, মোহনা টিভি, দীপ্ত টিভি, দুরন্ত টিভি ও গাজী টিভিসহ বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচারিত হচ্ছে। সচিব বলেন ব্যাপক প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আরও একটি আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করতে হবে। | (ক) মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখা কর্তৃক নতুন টিভিসি তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।  (খ) ব্যাপক প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আরও একটি আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করতে হবে।  (গ) মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখা কর্তৃক নির্মিত টেলিভিশন কমার্শিয়াল (TVC) বহুল প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় সহ সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে প্রচারের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/  উপসচিব (আইও)/  সিস্টেম এনালিস্ট  সহকারী সচিব (নারী ও শিশুশ্রম শাখা) | প্রযোজ্য নয়। |
| ২.১৪ | আদালতে চলমান রীট মামলা মনিটরিং  প্রোগ্রামার সভায় জানান, চলমান আদালত মামলা মনিটরিং সংক্রান্ত একটি software তৈরি করা হয়েছে। DIFE এবং শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ৩০৬টি মামলার তথ্য এন্ট্রি প্রদান করা হয়েছে। নভেম্বর ২০১৯ মাসে DIFE হতে ৩২টি এবং শ্রম অধিদপ্তর হতে ১৪১টি মামলার তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে।  সচিব বলেন, আইন শাখা হতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ সংশ্লিষ্ট যে-কোন কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন হলে আইসিটি সেল সহযোগিতা প্রদান করবে। | (ক) মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক চলমান রীট মামলাসমূহের তথ্য সফটওয়্যারে এন্ট্রি দিতে হবে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।  (খ) আদালতে দৈনন্দিন উপস্থাপিত মামলাসমূহ নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। | অতিরিক্ত সচিব (শ্রম)/ মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর/  মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর/সিস্টেম এনালিস্ট | (ক) শ্রম অধিদপ্তরের চলমান রিট মামলাসমূহের তথ্য ‍software-এ ১৪১ টি এন্ট্রি দেয়া আছে। প্রাপ্তি সাপেক্ষে রিট মামলা এন্ট্রির কাজ চলমান আছে।  (খ) আদালতে দৈনন্দিন উপস্থাপিত মামলাসমূহ নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। |
| ২.১৫ | সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী অধিশাখা/শাখা পরিদর্শন  সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন) সভায় জানান, প্রশাসন শাখা কর্তৃক নতুন ফরমেট অনুযায়ী শাখা পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নভেম্বর ২০১৯ মাসের রপ্তানীমুখী শিল্প অধিশাখা, নারী ও শিশুশ্রম শাখা, আইন শাখা, শ্রম শাখা, নিম্নতম মজুরী বোর্ড শাখা, আন্তর্জাতিক সংস্থা-১,২,৩, ৪ ও ৫ শাখা পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনে প্রাপ্ত সুপাশিসমূহের মধ্যে অফিস কক্ষ বরাদ্দ ব্যতীত অন্যান্য সুপারিশসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। | (ক) সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী শাখা পরিদর্শন করতে হবে। নতুন ফরমেট অনুযায়ী পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রশাসন শাখায় প্রেরণ করবে।  (খ) প্রশাসন শাখা কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদানকৃত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। | যুগ্মসচিব (প্রশাসন)/ সকল কর্মকর্তা | প্রযোজ্য নয়। |
| ২.১৬ | কমপক্ষে একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ ও একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ  প্রোগ্রামার সভায় জানান, মন্ত্রণালয়ের সেবা সহজীকরণ কার্যক্রম হিসাবে “Online Based Requistion and Inventory Managament System” বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গত ৩০-০৯-২০১৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ইনোভেশন সভায় এই মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-কে এ বিষয়ে বিস্তারিত অবহিত করা হয়েছে। সেবা শাখা হতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যেগ গ্রহন করবে। এ সংশ্লিষ্ট যে কোন কারিগরী সহায়তার প্রয়োজন হলে আইসিটি সেল প্রদান করে। তিনি আরও জানান দপ্তর/সংস্থা হতে সেবাসমূহের তালিকা পাওয়া গেছে। | নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দপ্তর/সংস্থাসহ কমপক্ষে একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ ও একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে হবে। | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/  অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ  / সিস্টেম এনালিস্ট | (ক) শ্রম অধিদপ্তরের “Online Based Requisition and Inventory Management System” কে সেবা সহজীকরণ হিসাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রসেস ম্যাপসহ আদেশ জারী করেছে। শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেলের সহযোগীতায় এটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহন করা হবে। |
| ২.১৭ | কলকারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, লাইসেন্স প্রদান/লাইসেন্স নবায়ন ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ  কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সভায় জানান, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক নভেম্বর, ২০১৯ মাসে লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা-১০৮৪টি এবং লাইসেন্স প্রদানের সংখ্যা-১০৪৭ টি। নভেম্বর, ২০১৯ মাসে প্রাপ্ত লাইসেন্স আবেদন সংখ্যা-২০০৪ এবং লাইসেন্স নবায়ন ২০২২টি। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের লাইসেন্স প্রদান ৩৫৯৮টি এবং লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে ১৮,২৩৭টি। নভেম্বর, ২০১৯ মাসে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা ১৩২টি এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে ৬১৪টি। সচিব বলেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ বিদ্যমান কারখানা পরিদর্শন করে কারখানার তথ্যাদি সংগ্রহ করবে এবং কোনো অনিয়ম হলে সংশোধনের তাগিদসহ তাৎক্ষনিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে। | (ক) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শক কর্তৃক স্বল্প সময়ের মধ্যে সকল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে হবে।  (খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত ছক অনুযায়ী কারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন তথ্য প্রেরণ করতে হবে।  (ঘ) কলকারখানার লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট থাকতে হবে।  (গ) APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী Compliance নিশ্চিত করতে হবে। | মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর | প্রযোজ্য নয়। |
| ২.১৮ | ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন।  শ্রম অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (প্রশাসন) সভায় জানান, শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ২৯০টি আবেদনের মধ্যে ৬৪টি আবেদন রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে, ০৭টি আবেদন প্রত্যাখান করা হয়েছে, ১৭১টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ৪৯টি আবেদন নথিজাত করা হয়েছে। নভেম্বর, ২০১৯ মাসে শ্রম অধিদপ্তরের কোন সিবিএ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নি। সচিব বলেন নিয়ম অনুযায়ী দ্রুততম সময়ের মধ্যে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। | (ক) মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত ছক অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়নের তথ্যাদি প্রেরণ করতে হবে।  (খ) ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। | মহাপরিচালক,শ্রম অধিদপ্তর | (ক) মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত ছক অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়নের তথ্যাদি ০৫-০১-২০২০ ইং তারিখের ৪০.০২.০০০০.০০০.১৬. ০০৩.১৮.১১ নং স্মারকে প্রেরণ করা হয়েছে।  (খ) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক (১৭১+৮৮)= ২৫৯ টি আবেদনের মধ্যে ৭৫ টি আবেদন রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে, ১২ টি আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, ১২৪ টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ৪৮ টি আবেদন নথিজাত করা হয়েছে এবং ডিসেম্বর/২০১৯ মাসে শ্রম অধিদপ্তরে কোন সিবিএ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। |
| ২.১৯ | শ্রম আদালত/ট্রাইব্যুনালের মামলা নিষ্পত্তি  মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও শ্রম আদালতগুলোকে প্রতিমাসে পত্র দেয়া হচ্ছে।  মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আলোচনাক্রমে সুবিধামত সময়ে সভা আয়োজন করা হবে।  শ্রম আদালত, বরিশালে ইতোমধ্যে চেয়ারম্যান নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। অর্থনৈতিক কোড প্রদানের মাধ্যমে শ্রম আদালত, বরিশালে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২য় শ্রম আদালত, চট্টগ্রামের চেয়ারম্যান-কে সিলেট শ্রম আদালত,  এবং শ্রম আদালত, রাজশাহীর চেয়ারম্যান-কে রংপুর শ্রম আদালতের  অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ৩টি আদালতে রেজিস্ট্রার নিয়োগের লক্ষ্যে গত ০১-০৯-২০১৯ তারিখে সরকারী কর্মকমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর বরিশালের উপ-পরিচালক-কে শ্রম আদালত, বরিশালের রেজিস্ট্রার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডই’তে অন্তর্ভুক্তকরণে জনপ্রশাসন ও অর্থ বিভাগের সম্মতির পর পৃষ্ঠাংকনপূর্ব জিও জারী করা হয়েছে। যানবাহন টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রস্তাব গত ১৯-১১-২০১৯ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। নবগঠিত আদালত ০৩টির বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষের সদস্য তালিকা প্রস্তাব করার জন্য শ্রম আধিদপ্তর-কে পত্র দেয়া হয়েছে। সদস্য তালিকা জরুরীভিত্তিতে প্রেরণের জন্য শ্রম অধিদপ্তর-কে তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে। | (ক) মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।  (খ) মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির জন্য শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং ৭টি শ্রম আদালতের চেয়ারম্যানগণের সমন্বয়ে সুবিধামত সময়ে মন্ত্রণালয়ে সভা করে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।  (গ) সিলেট, বরিশাল ও রংপুরে নবগঠিত ৩টি শ্রম আদালত চালুকরণে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। | উপসচিব (আদালত)/  রেজিস্ট্রার শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল | (গ) নবগঠিত ০৩টি সহ মোট ১০টি শ্রম আদালতের মালিকপক্ষের সদস্য তালিকা প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনকে গত ২২/১২/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শ্রমিকপক্ষের সদস্য তালিকা প্রেরণের জন্য জাতীয় শ্রমিক লীগকে গত ২২/১২/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ও আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর সমূহকে গত ২৯/১২/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিভাগীয় শ্রম দপ্তর ও আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর সমূহ থেকে কিছু সংখ্যক শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন থেকে মালিকপক্ষের ও জাতীয় শ্রমিক লীগ থেকে শ্রমিক পক্ষের কোন মনোনয়ন পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন ও জাতীয় শ্রমিক লীগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।  উল্লেখ্য যে, নবগঠিত ০৩ টি শ্রম আদালতের জন্য আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, রংপুর থেকে ২১ জন শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন পাওয়া গেছে, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, সিলেট থেকে ০৪ জন শ্রমিক প্রতিনিধি ও আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বরিশাল থেকে ০৩ জন শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন পাওয়া গেছে। |
| ২.২০ | মজুরি নির্ধারণ/পুন:নির্ধারণ  শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানান, নিম্নতম মজুরি ঘোষণার মেয়াদ ০৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধির মনোনয়ন জরুরীভিত্তিতে মালিক প্রতিনিধির মনোনয়ন প্রেরণের জন্য শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এবং শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধির নামের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য জাতীয় শ্রমিক লীগকে পুনরায় তাগিদপত্র এবং বিভাগীয় শ্রম দপ্তর ও আঞ্চলিক শ্রম দপ্তরসমূহকে পত্র মারফত অনুরোধ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, চট্টগ্রাম হতে আয়ুর্বেদিক কারখানার শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন এবং বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, খুলনা থেকে পেট্টোল পাম্পের মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন প্রেরণ করেছেন। প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। নতুন নতুন সেক্টর চিহ্নিতকরণপূর্বক শিল্প হিসেবে ঘোষণার জন্য শ্রম অধিদপ্তর হতে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। | (ক) জরুরিভিত্তিতে শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধির নাম প্রেরণ করতে হবে।  (খ) নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক নিম্নতম মজুরি সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে। এ কার্যক্রমের জন্য সংশোধিত বাজেটে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।  (গ) শ্রম অধিদপ্তর মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নতুন নতুন শিল্প সেক্টর চিহ্নিত করে জরুরিভিত্তিতে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে। | মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর  /চেয়ার‌ম্যান, নিম্নতম মজুরী বোর্ড/  যুগ্মসচিব (মজুরি অধিশাখা) | (ক) নিম্নতম মজুরি ঘোষণার মেয়াদ ০৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া বিভিন্ন শিল্প সেক্টরের অনুকূলে মজুরি বোর্ড গঠনের লক্ষে মালিক ও  শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধির মনোনয়ন বিষয়ে ৪২টি শিল্পসেক্টরের মধ্যে ১১ টি শিল্পসেক্টরে (হোমিওপ্যাথিক কারখানা, নির্মাণ ও কাঠ, রাবার ইন্ডাষ্ট্রিজ, সিনেমা হল, ম্যাচ ইন্ডাষ্ট্রিজ, অয়েল মিলস এন্ড ভেজিটেবল প্রোডাক্টস, আয়রণ ফাউন্ড্রী এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে নিযুক্ত অদক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক ও তরুণ শ্রমিক, আয়ুর্বেদিক কারখানা, সল্ট ক্রাসিং, পেট্রোল পাম্প)  জরুরীভিত্তিতে মালিক প্রতিনিধির মনোনয়ন প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনকে ৪০.০২.০০০০.০৩৬.৪৬.০২০.১৯.১৯৭ নং স্মারকে ১১/০৭/২০১৯ খ্রি: তারিখে, শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধির নামের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য জাতীয় শ্রমিকলীগকে ৪০.০২.০০০০.০৩৬. ৪৬.০২০.১৯. ১৯৬, ১৪/০৭/২০১৯ খ্রি: তারিখে পুনরায় তাগিদপত্র এবং বিভাগীয় শ্রম দপ্তর ও আঞ্চলিক শ্রম দপ্তরসমূহকে  ৪০.০২.০০০০.০৩৬.৪৬.০২০.১৯.১৬৭ স্মারকে ও ৩০/১২/২০১৯ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, চট্টগ্রাম হতে আয়ুর্বেদিক কারখানার শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন  ৪০.০২.০০০০.০১৬.৯৯.০০৮.১৭.১১২,স্মারক, তারিখ: ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৯খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে,আয়রন ফাউন্ড্রি এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ” শিল্প সেক্টরের শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন স্মারক নম্বর: ৪০.২০.০০০০.০৩৬.৪৬.০৪০.১৯.১৭৩, তারিখ ০২/১/২০২০ খ্রি: মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পেট্রোল পাম্প শিল্প সেক্টরের মালিক প্রতিনিধির মনোনয়ন স্মারক নং ৪০.০২.০০০০.০৩৬.৪৬.০০৭.৮৬.১৭৪ তারিখ ০৫/০১/২০২০ খ্রি: মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মালিক পক্ষের প্রতিনিধির মনোনয়নের জন্য বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এবং শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধির শ্রমিকলীগ এবং শ্রম অধিদপ্তরাধীন বিভাগীয় ও আঞ্চলিক শ্রম দপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।  (খ) প্রযোজ্য নয়।  (গ) নতুন নতুন সেক্টর চিহ্নিতকরণপূর্বক শিল্প হিসেবে ঘোষণার জন্য শ্রম অধিদপ্তর হতে ০২/১০/২০১৯ খ্রি: তারিখে ৪০.০২.০০০০.০৩৬.৪৬.০২০.১৯.১০৭ নং স্মারকে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। |
| ২.২১ | বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান  বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক বলেন নভেম্বর ২০১৯ কোন আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়নি তবে অর্থ প্রাপ্তি প্রায় ২ (দুই) কোটি টাকা। সচিব বলেন আর্থিক অনুদান প্রদানের জন্য প্রতিমাসে ১০০টি প্রতিষ্ঠানকে পত্র প্রেরণ করতে হবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। | (ক) যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করতে হবে।  (খ) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে অর্থ প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে পত্র প্রেরণ করতে হবে।  (গ) অর্থ আদায় এবং অনুদান প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। | মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও মহাপরিচালক, কেন্দ্রীয় তহবিল | প্রযোজ্য নয়। |
| ২.২২ | কেন্দ্রীয় তহবিলের অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান  কেন্দ্রীয় তহবিলের মহাপরিচালক বলেন নভেম্বর ২০১৯ মাসে কেন্দ্রীয় তহবিল হতে কোনো অনুদান প্রদান করা হয়নি। | ক) যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করতে হবে।  (খ) অর্থ আদায় এবং অনুদান প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। |  | প্রযোজ্য নয়। |
| ২.২৩ | মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর /দপ্তর/সংস্থায় মন্ত্রণালয়ের এবং মন্ত্রণালয়ে অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার অনিষ্পন্ন বিষয় নিষ্পন্নকরণ  নিম্নতম মজুরী বোর্ডের প্রতিনিধি জানান, নিম্নতম মজুরী বোর্ডের একটি গাড়ি (কার) অকেজো ঘোষণার জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অকেজো ঘোষণার প্রমাণক পেলে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। | প্রশাসন শাখা হতে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর/  উপসচিব (সংস্থাপন) | নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হবে। |
| ২.২৪ | সভায় উপস্থিতি  সচিব বলেন, মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/  সংস্থা-প্রধানগণকে আবশ্যিকভাবে মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়সভায় উপস্থিত থাকতে হবে। কোনো কারণে সভায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব না হলে কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। | অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থিত থাকবেন। কোনো কারণে সভায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব না হলে লিখিতভাবে উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করে সমন্বয় অধিশাখাকে অবহিত করতে হবে। | অধিদপ্তর/দপ্তর /সংস্থা-প্রধানগণ | নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হবে। |
| ২.২৫ | মাসিক সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ।  উপসচিব (সমন্বয়) জানান, মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা/অধিশাখা এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহ হতে নিয়মিত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী কার্যপত্র তৈরি করা হয়েছে। উপসচিব (সমন্বয়) জানান, সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক মাসিক প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১০ তারিখের পরিবর্তে ৭ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য পত্র দেওয়া হয়েছে। | (ক) মাসিক সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী প্রেরণের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত/ পরিসংখ্যানসহ সমন্বয় অধিশাখায় নিয়মিত প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে।  (খ) উপসচিব (সমন্বয়) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কার্যপত্র প্রস্তুত করে যথারীতি পরবর্তী সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করবেন।  (গ) মন্ত্রণালয়ের শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা তাদের মাসিক প্রতিবেদন প্রতি মাসের ৩ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে সমন্বয় অধিশাখায় প্রেরণ করবে। | সকল কর্মকর্তা/সকল অধিদপ্তর/  দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ/  উপসচিব (সমন্বয়) | নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হবে। |
| ২.২৬ | মুজিববর্ষ উদযাপন  সারা বছরব্যাপী মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থায় কর্মকর্তাদের নিয়ে গত ০১/১২/২০১৯ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সচিব প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। দিক-নির্দেশনার আলোকে মন্ত্রণালয়সহ আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে। | মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। |  | ইতোমধ্যে শ্রম অধিদপ্তরের গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত গত ২২/১২/২০১৯ তারিখে শ্রম অধিদপ্তরে ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান। |

স্বাঃ/-

এ.কে.এম.মিজানুর রহমান

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

ফোনঃ ৮৩৯১৪৬৭

[dgdeptoflabour@gmail.com](mailto:dgdeptoflabour@gmail.com)

**সচিব**

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।